84089 - জনকৈ ময়ে এক লোককে ভালবাসে এবং সে লোক তার সাথে বড়োতে যাওয়ার অনুরোধ করছে; এখন সে কী করবে?

প্রশ্ন

আমি আপনার সাহায্য চাচ্ছি। আমি এক যুবককে ভালবাসি। সে যুবক অনুরোধ করছে আমি যেন তার সাথে বড়োতে বের হই। কিন্তু, আমি জানি না—আমি তাকে কী বলব? আমি পরেশোনতিে আছি। আমি সাহায্য চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

তুমি এ কাজটি করার আগে আমাদের সহযোগিতা চাওয়ায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা আমাদের ময়ে ও বোনের ব্যাপার হলে যা পছন্দ করতাম তোমার ক্ষত্রেওে ঠিক তাই-ই পছন্দ করব। তুমি সবচয়েে মূল্যবান যা কছিুর মালকি সটোকে সংরক্ষণ কর। ভালবাসার নামে বা মানসকি প্রশান্তরি নামে শয়তান তোমাকে ধোকা দওেয়া থকেে সতর্ক হও।

প্রিয় বোন, আমরা খুবই খুশি হব— যদি তুমি নিয়মতি নামায আদায় কর, হজিাব পরধিান কর, সচ্চরত্রি ও লজ্জাশীলতায় ভূষতি হও, ইসলাম-ধর্ম মনেে চল; যে ধর্ম এসছেে মানুষরে মর্যাদা সমুন্নত করতে ও মানবাত্মাকে পুত-পবত্রি করত।ে

তুমি যদি এমন না হও সটো আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগব।ে আমাদের কাছে খারাপ লাগব— যদি শয়তান তোমাকে ধ্বংসরে দকিে নয়িে যায়; যদি তুমি হও জবাই-এর পশুর মত, যাকে মৃত্যুর দকিে টনেে নওেয়া হচ্ছ;ে অথচ সে বুঝতে পারছে না!!

এটা কোন ঠাট্টা-মশকরা নয়; সরিয়িাস কথা। তুমি ছাড়াও আরও অনকে ময়ে এ পথে চলছে;ে শষে পরণিতি ছলি— বদেনাদায়ক এবং তারা অনুতপ্ত হয়ছে।ে কন্তিু, সময় পার হয়ে যাওয়ার পর। যখন অনুতপ্ত হয়ে কোন লাভ নইে। তুমি এ ওয়বেসাইটে এ ধরণরে অনকে ঘটনা পাব।ে সে সব ঘটনা তোমার জন্য শক্ষিণীয়। সাবধান! তুমি যেন অন্যদরে শক্ষিার পাত্র না হন।

দুই:

কোন নারীর জন্য বগোনা কোন পুরুষরে সাথে সম্পর্ক করা জায়যে নয়। এমনকি তাদরে দু'জনরে বয়িরে নয়িত থাকলে তবুও।

কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বগোনা নারীর সাথে নভিৃতে অবস্থান করা, মুসাফাহা করা ও দৃষ্টপিাত করা হারাম করছেনে; কবেলমাত্র বয়িরে পাত্রী দখো ও সাক্ষ্যদানরে মত প্রয়োজন ছাড়া। সাজগোজ করে বপের্দা হয়ে বরে হওয়া নারীর উপর হারাম করছেনে। গাইরে মাহরাম পুরুষদরে সামনে সতর খোলা, তাদরে মাঝে সুগন্ধি মখেে বরে হওয়া ও তাদরে সাথে কোমল সুরে কথা বলা হারাম করছেনে। এসব কর্ম হারাম হওয়া কুরআন-সুন্নাহ্র দললিরে ভত্তিতিে সুবদিতি। এ বধিানগুলোর আওতা থকেে কাউকে বাদ দওেয়া হয়নি। এমনকি কউে বয়িরে সংকল্প করলে তাকওে নয়; বয়িরে প্রস্তাবকারী পাত্রকওে নয়। কনেনা বয়িরে আকদ (চুক্তি) হওয়ার আগ পর্যন্ত বয়িরে প্রস্তাবকারী ছলেওে বগোনা পুরুষ।

১। কোন বগোনা নারীর সাথে কোন পুরুষরে নভিৃতে অবস্থান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে; এমনকি সে ব্যক্তি বয়িরে প্রস্তাবকারী হলওে; হাদসিে এসছে যে ইমাম বুখারী (৩০০৬) ও ইমাম মুসলমি (১৩৪১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণনা করছেনে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেনে যে, তনিি বলনে: "অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নভিৃতে একত্রতি হবে না"।

তনিি আরও বলনে: "সাবধান! কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নভিৃতে একত্রতি হবে না; যদি হয় সখোনে শয়তানই থাকে তৃতীয় ব্যক্তি।"[সুনানে তরিমযিি (২১৬৫); শাইখ আলবানী 'সহহিুত তরিমযিি' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

২। কোন পুরুষ কোন নারীর দকিে তাকানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার বাণীতে উদ্ধৃত হয়ছেে যে: "মুমনিদরেকে বলুন, তারা যনে তাদরে দৃষ্টি নত রাখে, লজ্জাস্থানকে হফোযতে রাখে। এটাই তাদরে পবত্রি থাকার জন্য অধকিতর সহায়ক। তারা যা কছিু করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহতি।"[সূরা নূর, আয়াত: ৩০]

জাররি বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ নজর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জজ্ঞিসে করলে তনিি আমাকে দৃষ্টি ফরিয়িে নয়োর নর্দিশে দনে।[সহহি মুসলমি (২১৫৯)]

হঠাৎ দৃষ্টি হচ্ছে— কোন নারীর ওপর অনচ্ছিাকৃতভাবে চোখ পড়ে যাওয়া। যমেন কউে রাস্তার দকিে তাকাতে গয়িে চোখে পড়ল।

পক্ষান্তরে, নারীর জন্য যৌন কামনা ব্যতীত পুরুষরে দকিে তাকানো জায়যে আছে; যদি এতে ফতিনা সৃষ্টরি আশংকা না থাকে। যৌন কামনা নয়িে কংিবা ফতিনাগ্রস্ত হওয়ার ভয় থাকলে জায়যে নইে।

৩। বগোনা নারীর সাথে মুসাফাহা করা হারাম হওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি আছে যে, "তোমাদরে কারো মাথায় লোহার শলাকা দয়িে আঘাত করা হালাল নয় এমন নারীকে স্পর্শ করার চয়েে উত্তম।"[তাবারানী কর্তৃক বর্ণতি মা'কলি বনি ইয়াসার (রাঃ) এর হাদসি; আলবানী "সহহিুল জা'মে গ্রন্থে (৫০৪৫) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে] এক্ষত্রেে নর-নারী উভয়রে গুনাহ সমান।

৪। নারীদরে বপেরদা হওয়া ও বগোনা পুরুষদরে সামনে নজিরে সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে যে, তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "দুই শ্রণেীর লোক জাহান্নামী; যাদরেকে আমি আমার যুগে দখেে যাইনি। এক শ্রণেীর লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদরে সাথে থাকবে গরুর লজেরে মত এক ধরনরে চাবুক যা দয়িে তারা মানুষকে প্রহার করবে। অপর শ্রণেী হল: কাপড় পরহিতিা সত্ত্বওে নগ্ন নারী; তারা পুরুষদরেকে আকৃষ্টকারী ও নজিরো তাদরে প্রতি আকৃষ্ট। তাদরে মাথা হবে বুখত শ্রণেীর উটরে কুঁজরে মত বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবশে করবে না। এমনকি জান্নাতরে সুঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতরে সুঘ্রাণ এত এত দূর থকেওে পাওয়া যাবে।"[মুসলমি (২১২৮)]

বুখত হচ্ছ— লম্বা গলা বশিষ্টি এক ধরণরে উট।

৫। নারীরা এমনভাবে সুগন্ধি মখেে বাহরিে বরে হওয়া যাতে করে সে সুগন্ধি বগোনা পুরুষদরে নাকে লাগ— এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণতি হয়ছে যে, "যে নারী সুগন্ধি লাগয়িে কোন সম্প্রদায়রে পাশ দয়িে গমন করে যাতে করে তারা তার সুঘ্রাণ পায় সে নারী ব্যভচিারনিী।"[সুনানে নাসাঈ (৫১২৬), সুনানে আবু দাউদ (৪১৭৩), সুনানে তরিমযিি (২৭৮৬); আলবানী 'সহহিুন নাসাঈ' গ্রন্থে হাদসিটকিে হাসান বলছেনে]

৬। কোমলভাবে কথা বলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়ছে আল্লাহ্র বাণী: "হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা তো অন্য কোন নারীর মত নও; যদি তোমরা তাকওয়ার উপর অবচিল থাক। অতএব (অন্য লোকরে সাথে) কোমলভাবে কথা বলবে না; তাতে অন্তরে ব্যাধগ্রিস্ত কোন (পুরুষ) লোক প্রলুব্ধ হতে পার। তোমরা স্বাভাবকিভাবে কথা বলব।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২] যদি উম্মুল মুমনিীনদরে ব্যাপারে এ বধিান হয় তাহলে অন্যদরে জন্য এ বধিান প্রযোজ্য হওয়া আরও অধকি যুক্তযিুক্ত।

তনি:

পুরুষ ও বগোনা নারীর মাঝরে যে সম্পর্কটাকে ভালবাসা বলা হয় সটো উল্লখেতি এ হারাম কাজগুলো এবং এগুলোর চয়েওে জঘন্য হারাম থকেে মুক্ত নয়; যদি এর সবগুলো একত্রতি নাও হয়।

তোমার উপর ওয়াজবি হল— আল্লাহ্র কাছে তওবা করা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও প্রতশিোধ গ্রহণ থকেে সতর্ক হওয়া। অবলিম্বে এ যুবকরে সাথে সম্পর্ক ছন্নি করা। তার সাথে সাক্ষাতরে চন্তিাই বাদ দাও। তার সাথে বড়োতে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর। বরঞ্চ তুমি চূড়ান্তভাবে তার সাথে সম্পর্ক ছন্নি কর। তার সাথে তোমার অন্তররে সম্পৃক্ত হওয়াটাই অঘটনরে সূচনা। এটি শয়তানরে ক্রমাগত প্ররোচনা। তুমি তাকে দখেছে, তার সাথে কথা বলছে। এভাবে তোমার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা জন্মছে। কন্তিু, তার সাথে কথা বলা অব্যাহত রাখা বা বড়োতে যাওয়ার মাধ্যমে এটাকে আর বাড়তে দওি না।

জনেে রাখ, অধকিাংশ অঘটন ক্ষুদ্র পরসিরে শুরু হয়। এক পর্যায়ে এমন আকার ধারণ করে যা কল্পনায়ও ছলি না। কত ময়ে

নজিরে ব্যাপারে মাত্রাতরিক্ত আস্থাবান ছলি এবং আস্থাবান ছলি যে, ছলেটে তার কছিু করবে না। ফলাফলে সে মেয়ে তার সবকছিু হারয়িে ফলে! এরপর হায়নো ছলেটে মেয়েটেকিে বয়িে করার যে প্রতশ্রিুতি ও আশা দয়িছেলি সটো থকেওে নজিকেে গুটয়িে নয়ে। কারণ মেয়েটে এখন আর তার উপযুক্ত নয়। মেয়েটে যহেতেু একজন বগোনা যুবকরে সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে সাড়া দয়িছে সুতরাং এমন মেয়েরে প্রতি আস্থা রাখা সুদূর পরাহত।

আমরা তোমরা কল্যাণ-কামনা ও ভাল চয়েে এ কথাগুলো বলছে। আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তনিি যনে তোমাকে যাবতীয় অনষ্টি থকেে হফোযত করনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।